দর্শনা ফায়ার সার্ভিসের অদূরে সড়কের পাশে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা ফায়ার সার্ভিসের অদূরে তালতলা সড়কের পাশের ফসলি জমির মাটি চুরি করে কেটে বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে জানা গেছে, দর্শনার পরানপুর গ্রামের মৃত: নফর আলীর ছেলে ফজলুল হক (৩০) এর নির্দেশে সড়কের পাশের ফসলি জমির মাটি চুরি করে কেটে বিক্রি করা হচ্ছে।

এই ফসলি জমির মাটি চুরি করে কেটে নেওয়ার কারণে আশেপাশের ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জমির উর্বরতা। মাটি তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এতে করে চরম বিপাকে পড়ছে আশপাশের অন্য চাষী জমির মালিকেরা। একমাত্র নির্ভর যোগ্য ফসলি জমির এই ক্ষতি হওয়ার কারণে দিশেহারা হয়ে পড়ছে আশেপাশের জমির মালিকেরা।

এজন্য আশেপাশের জমির মালিকেরা যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয় এজন্য সমাজের উচ্চ মহলের মানুষের সাহায্য চেয়েছেন। চাষীরা তাদের আয়ের উৎস জমি নষ্ট করতে চায় না, তারা এর দ্রুত সমাধান চান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনকে জানানো হয়েছে বলে জানাগেছে।

মেপ্র/আরপি

দর্শনাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি

ও কঠোর নিরাপত্তা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাকে পূনার্ঙ্গ থানা ঘোষনায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর আগমন উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কঠোর নিরাপত্তা।

দর্শনা সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সকল অনুষ্ঠান, ইতিমধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজ মাঠে জোরদার গতিতে চলছে প্যান্ডেল বানানোর কার্যক্রম, দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র সাজানো হয়েছে নানা রকম ফুলের গাছে।

নতুন রং করা হয়েছে দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে। এবং দর্শনার প্রধান প্রধান স্থানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর আগমন উপলক্ষে রাজনৈতিকদলের বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ও বড় বড় গেইট স্থাপন করা হয়েছে।

আর এদিকে ব্যস্ত সময় পার করছেন দর্শনার দায়িত্বরত সকল পুলিশ সদস্য, অনুষ্ঠানে যাতে কোন বাঁধা না আশে এজন্য নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা, দর্শনার মেইন মেইন পয়েন্টে চেকপোস্ট তৈরি করে চেক করা হচ্ছে সকলকে।

এ বিষয়ে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (ইন্সপেক্টর) মাহাবুবুর রহমান এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর আগমন উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কঠোর নিরাপত্তা, আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি, আশা করি সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পালিত হবে।

তবে দর্শনা বাসীর বহুদিনের সপ্ন দর্শনা থানা ঘোষণা করায়, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চুয়াডাঙ্গা- ০২ আসনের এমপি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে দর্শনাবাসী।

মেপ্র/আরপি

দর্শনায় অংকুর আদর্শ বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার অংকুর আদর্শ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২০ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৩০ ঘটিকার সময় অংকুর আদর্শ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের এমপি হাজী মো: আলী আজগার টগর।

এসময় তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ উন্নতি করতে পারে না, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং একটি শিক্ষিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চান, সর্বশেষ তিনি ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী দের শুভকামনা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তব্য শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পরস্কার তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকী সালাম, অত্র স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য হাজী খালেক উজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা রূস্তম আলি, জিয়াউদ্দিন বাবুল, রবিউল ইসলাম বাবু।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, অত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাজী মো: হাফিজুর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক মন্ডলি ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

মেপ্র/আরপি

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে সেবা না দেওয়া অভিযোগ

মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে সেবা না দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরের একটা ট্রলিতে থাকতে হয়েছে যত্রতত্র ভাবে। সকাল সাড়ে ১০ থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত বাইরের একটা ট্রলিতে অবহেলীত ভাবে থাকার পর বেশকিছু সাংবাদিকের চাপের মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওয়ার্ডে থাকার ব্যবস্থা করেন।

এমনই ঘটনা ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে সঠিক সময় সেবা না দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরে রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বীরের জাতীকে করেছে অপমান। সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারি সবধরনের মিটিংয়ে যান এবং সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেড ও কেবিনসহ সবধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তারা সেটা করেননি।

তারা মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে কেবিনতো দুরের কথা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিদ্রিষ্ট আসনটাও দেননি।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের বেগমপুর চীলমারি পাড়ার মৃত আশরাফ আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সেনাবাহীনির নুরুল ইসলাম। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থতাজনীত কারনে ভুগছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি বেশি অসুস্থ হলে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে তাকে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। অসুস্থতাজনিত কারনে তিনি হাটাচলা পর্যন্ত করতে পারেননা। এ সময় হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে নিলে ডা. আবুল হোসেন তাকে দেখেন এবং হাসপাতালে ভর্তি রাখার পরামর্শ দেন।

এ সময় নুরুল ইসলামের পরিবারের পক্ষ থেকে একটা কেবিনের জন্য বলেন মহিলা ওয়ার্ডে কর্তব্যরত সিনিয়ার স্টাফ নার্সদেরকে। যেহেতু ২

নম্বার কেবিন ওই সময় খালি হয়ে যায়। তারা কেবিন দিতে চাইলেও পরবর্তীতে তারা ওই কেবিন অন্য রোগীকে দিয়ে দেন। শুধু সেটা করেই তারা থেমে থাকেনি। তারা মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত বাইরে রেখে দেন।

এ ঘটনা ফেসবুকসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যকে প্রচার হলে সেখানে উপস্থিত হয় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা। তারা নুরুল ইসলাম ও তার পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি জানতে পারলে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জনের সাথে কলা বলার জন্য বলেন।

মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের পরিবারের পক্ষ থেকে সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসানের সাথে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আসলে মুক্তিযোদ্ধারা তো আর কেবিনের ভাড়া দিতে পারেন না। সে কারনে বাইরের রোগীকে কেবিন দেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিদ্রিষ্ট আসনটি খালি না থাকলেও সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান তার অফিসে থাকলেও একবারের জন্য হলেও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের খোঁজ নিতে সেখানে যাননি বা তাৎক্ষনিক কোন ব্যবস্থা নেননি। স্থানীয় সাংবাদিকদের চাপের মুখে তিনি একটি বেডের ব্যবস্থা করে দেন।

গত ২০১৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গার শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, সদর হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য থাকবে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা। কোন মুক্তিযোদ্ধা তার নিদ্রিষ্ট আসনটি না পেলে বা ওই আসনে অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা থাকলে তাকে কোন সমস্যায় পড়তে হবেনা।

হাসপাতালের কোন কেবিন খালি থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সনদপত্রের ফটোকপি দেখালে তাকে ওই কেবিন দেয়া হবে। সিভিল সার্জনের সেদিনের সেই বক্তব্য শুধুই কি ছিলো একটা সান্তনা বক্তব্য নাকি মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার জন্য সেটা এখন প্রশ্নবিদ্ধ।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গা একাডেমিতে ১৯ জনের বৃত্তি প্রাপ্তি

আলমডাঙ্গা একাডেমিতে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সর্বমোট ৮২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৪৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫.০০ সহ সকলেই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

গতকাল ২৬-০২-২০২০ েতিারখ ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তি ফলাফল প্রকাশ হয়। যার মধ্যে ১৫ জন ট্যালেন্টপুল এবং ০৪ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে।

সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মঙ্গল কামনা করা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন মাথাভাঙ্গা নদীর কুল থেকে একটি অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় হাতিকাটা গ্রামস্থ মৃত আফসার জোয়ার্দ্দারের ছেলে রফিক এর জমির পাশে একটি লাশ পানিতে ভাসতে দেখা যায়।

পরে আলোদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় পুলিশ কে জানান।

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অজ্ঞাতনামা মুসলিম পুরুষ (৬৫) লাশ উদ্ধার করে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতসহ অন্যান্য আইনী কাজ সম্পূর্ন করতে ও মৃতের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

লাশের পরিচয় সনাক্তের চেষ্টা চলমান আছে।

মেপ্র/আরপি

জীবননগরে ইটভাটার কারনে রাস্তার বেহাল দশা

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ও রায়পুর ইউনিয়নের লোকালের বিভিন্ন রাস্তাগুলো ইটভাটার মাটি টানা ট্রাক্টরের মাটি রাস্তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারনে ঐ সমস্ত রাস্তাগুলো জন-সাধারনের চলাচলের জন্য একেবারেই ঝুকিপুর্ন হয়ে পড়েছে।

রাস্তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাটির কারনে শুকনার সময় ধুলাবালী আর বৃষ্টির সময় কাদা মাটি। যার কারনে ঐ রাস্তাই চলাচলাকারি ছোট খাটো যানবাহন এবং স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ সুত্রে জানাযায়, রায়পুর ইউনিয়নের কেষ্টপুর গ্রামের রফিউদ্দিনের এস.টি.এইচ.বি ব্রিক্সস এবং আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের আজিম খানের খান ব্রিক্সস সহ এর আশে পাশে অবস্থিত ভাটাগুলো এলাকার আবাদি ফসলি জমিগুলো নষ্ট করে মাটি কাটছেন যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আবাদি জমি।

আর এই মাটি টানার সময় ট্রাক্টর থেকে পড়া মাটি রাস্তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কারনে ধুলাবালী সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি অল্প একটু বৃষ্টি হলেই তা মরন ফাদে পরিনত হচ্ছে, যার ফলে রাস্তাই চলাচলকারী সর্ব- সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকার সর্ব সাধারনের সাথে কথা বললে তারা ভাটা

মালিকদের বিষয়ে নানান অভিযোগ তুলে ধরে বলেন যে, আমরা ইতি পুর্বে তাদের কাছে অনেকবার অভিযোগ করেছি কিন্তুু ভাটা মালিক পক্ষ আমাদের অভিযোগের কোন ধরনের কর্নপাত করেননি।

এস.টি.এইচ.বি এবং খান ব্রিক্সসের মালিক পক্ষর সাথে কথা বললে, তারা ঘটনার সত্যতা শিকার করে বলেন যে, আমরা অভিযোগ পাবার সাথে সাথে লেবার দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে দিয়েছি।

তাই উপরোক্ত বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যাবস্থা গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ ও গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহরের খান কমিউনিটি সেন্টারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক আনোয়ারুল ইসলাম সাগর, প্রভাষক আসিফ জাহান, আ.ফ.ম. সিরাজ সামজি।

খন্দকার হামিদুল ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি ও শিক্ষক এম. জামিরুল ইসলাম খান (জামিল), কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, কবি মনিরিজ্জামান প্রমুখ।

সভায় কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগ নেতার শয্যাপাশে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সাম্পাদক কাজী রবিউল হক হ্নদরোগে আক্রান্ত। তাকে দেখতে আসেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

সম্প্রতি ঢাকায় অবস্থান কালে এক সময়ের তুখোড় ছাত্রলীগ নেতা, ৯০ এর গণ আন্দোলনে নেতৃত্বদান কারি তৎকালিন ছাত্রলীগের সভাপতি, ১৯৭১ সালে আলমডাঙ্গা মুজিব বাহীনি কমান্ডার কাজী কামালের ছোট ভাই বর্তমান আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক হ্নদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা: রেজাউল হক বুলবুলের অধিনে চিকিৎসা ধীন অবস্থায় ভারতের টাটা বিড়ালা হার্ড রিসোর্স সেন্টারের হ্নদ রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুভ দত্তের অধিনে চিকিৎসাধীন আছে।

তার পরিক্ষা করার পর ডাক্তার তাকে সম্পুর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সে মোতাবেক সে ভারত থেকে বাড়ী আসলে গতকাল সন্ধায় উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ব হোসেন তাকে দেখতে তার বাবুপাস্থ বাসভবনে যান, এবং স্বাস্থের খোজখবর নেন। তার সর্যাপর্শে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

তার স্ত্রী সাবেক পৌর কাউন্সিলর নাসিমা পারভীন বিউটি এবং এক মাত্র কন্যা অ্যাড. স্নিগ্ধা, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, ডা: হেলাল, আব্দুর রশিদ, আজিজুুল হক, দৈনিক সময়ের সমীকরনের আলমডাঙ্গা অফিস প্রধান হামিদুুল ইসলাম আজম

ও পৌর কাউন্সিলর কাজী আলী আসগার সাচ্চু।

এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন তাকে আস্বাস দেন যেন দুশ্চিন্তা না করে, আমরা সব সময় তোমার পাশে থাকব।

মেপ্র/ আরপি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় দুর্যোগ সহনীয় ঘর পেলেন ৪৯ পরিবার

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অসচ্ছল, হতদরিদ্র, গৃহহীন ৪৯টি পরিবারের পর আরও ৫৪টি পরিবার পাচ্ছেন প্রায় ৩ লাখ টাকার দুর্যোগ সহনীয় ঘর। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাবিটা/টিআর কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্ধের অর্থে মানবিক সহায়তা প্রকল্পে এসব ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসূত্রে জানা যায়, ১২ কোটি ৬৬ লাখ ৮ হাজার টাকা ব্যয়ে পৌরসভাসহ উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নে ৪৯টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ‘জমি আছে, ঘর নেই’ প্রকল্পের আওতায় এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি ঘর দুই শতক জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ঘরের বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৩১টাকা করে। ইতোমধ্যে ঘরগুলি হস্তান্তর করা হইয়েছে।

দরিদ্র পরিবারগুলো এসব ঘর পেয়ে দারুণ খুশি। গ্রামে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। সরকার তাদের পাকা ঘর দিয়েছে।
বেলগাছি গ্রামের বিশ্বনাথ কুমার পাল পেয়েছেন একটি দুর্যোগ সহনীয় ঘর। তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জানান, আমরা কোন দিন চিন্তা করি নি যে পাকা ঘরে শোবো। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার ঘর পাকা ঘর দিয়েছে। আমাদের চেয়ারম্যান মন্টু দয়া করে একটা ঘর আমাদের দিয়েছেন। আমরা খুবই খুশি হইছি।”

জানা গেছে, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নে ৪টি, হারদী ইউনিয়নে ৪টি, কুমারী

ইউনিয়নে ৩টি, বাড়াদী ইউনিয়নে ৩টি, গাংনী ইউনিয়নে ৩টি, খাদিমপুর ইউনিয়নে ৩টি, জেহালা ইউনিয়নে ৩টি, বেলগাছি ইউনিয়নে ৩টি, ডাউকী ইউনিয়নে ৩টি, জামজামি ইউনিয়নে ৩টি, নাগদাহ ইউনিয়নে ৩টি, খাসকররা ইউনিয়নে ৩টি, কালিদাসপুর ইউনিয়নে ৩টি, চিতলা ইউনিয়নে ৩টি, আইলহাঁস ইউনিয়নে ৪টি ও পৌরসভায় ১টিসহ মোট ৪৯টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) এনামুল হক জানান, সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে। কোন ধরনের অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন।

এদিকে, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসূত্রে আরও জানা গেছে, উপরোক্ত ৪৯টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর হস্তান্তরের পর আবার নতুন করে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আরও ৫৪টি ঘর নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

২ লাখ ৯৯ হাজার ৮ শ ৬০টাকা ব্যয়ে প্রতিটি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এই হিসেবে ৫৪টি ঘর নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১৬ কোটি ১৯ লাখ ২ হাজার ৪শ ৪০টাকা।

নতুন করে উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নে ৪টি, হারদী ইউনিয়নে ৪টি, কুমারী ইউনিয়নে ৪টি, বাড়াদী ইউনিয়নে ৩টি, গাংনী ইউনিয়নে ৩টি, খাদিমপুর ইউনিয়নে ৩টি, জেহালা ইউনিয়নে ৩টি, বেলগাছি ইউনিয়নে ৩টি, ডাউকী ইউনিয়নে ৩টি, জামজামি ইউনিয়নে ৫টি, নাগদাহ ইউনিয়নে ৩টি, খাসকররা ইউনিয়নে ৪টি, কালিদাসপুর ইউনিয়নে ৩টি, চিতলা ইউনিয়নে ৪টি, আইলহাঁস ইউনিয়নে ৩টি ও পৌরসভায় ২টিসহ মোট ৫৪টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, আমাদের দেশ দুর্যোগ কবলিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতীতের চে’ বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে বজ্রপাত। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না হতদরিদ্রত জনগোষ্ঠীর। তাদের জন্যই সরকার এই দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমানের উন্নয়ন, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ, গ্রামীণ এলাকায় শহরের আবহ সৃষ্টি করতে এই প্রকল্প সহায়ক হবে। সর্বপরি সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ এটি।

মেপ্র   /আরজেএম